দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ

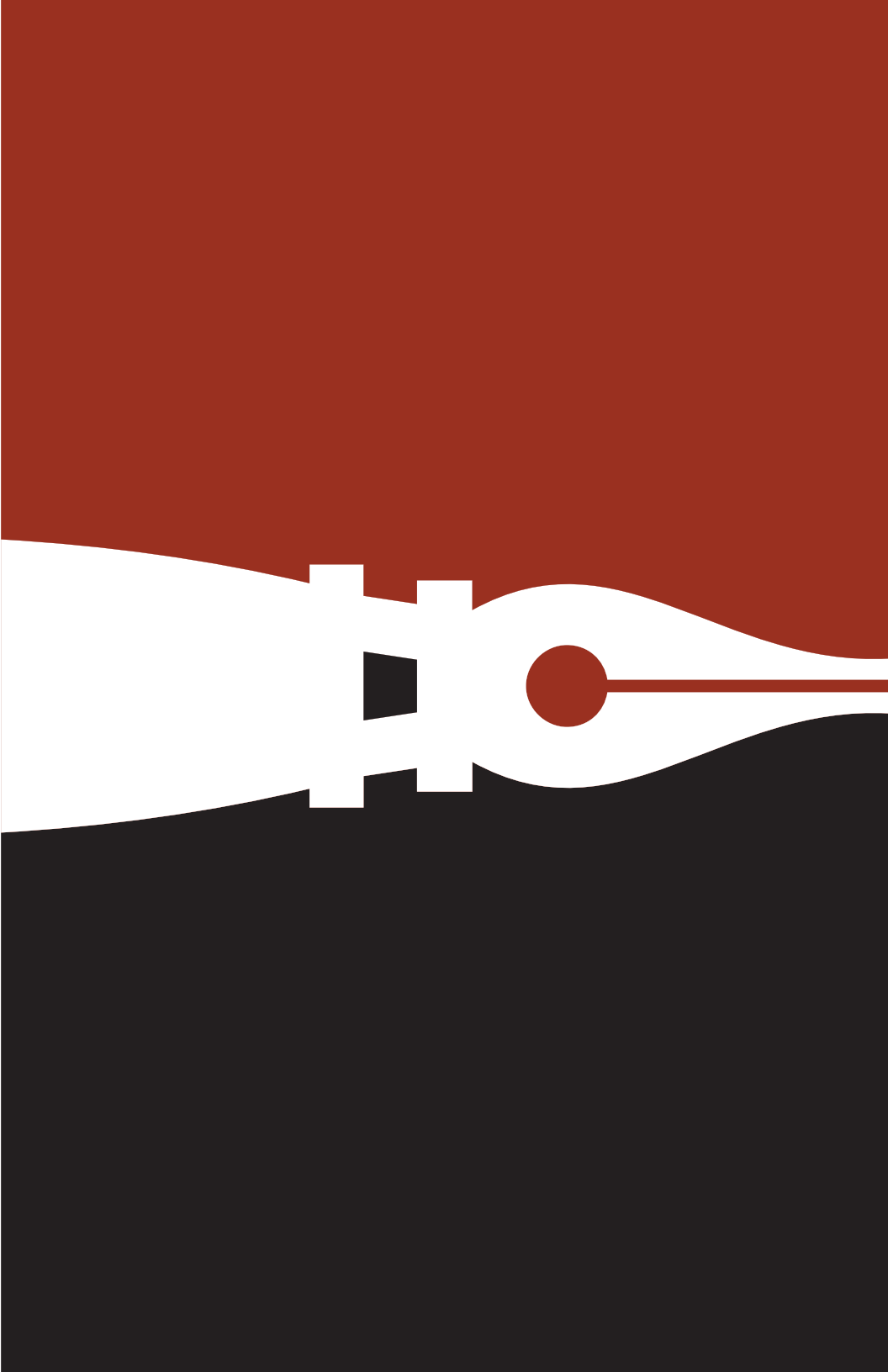

দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ

সম্পাদনা ও সংকলন

সজল আহমেদ

দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ
সংকলন ও সম্পাদনা : সজল আহমেদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২২

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক ও সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ১১০০ টাকা

Dui Banglar Nirbachita Golpe Deshbhag Edited By Sajal Ahmed Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani
First Edition: July 2022
Phone: 02-9668736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 1100 Taka RS: 1100 US$ 40
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94949-7-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www. kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার মা
লুৎফুন নেছা

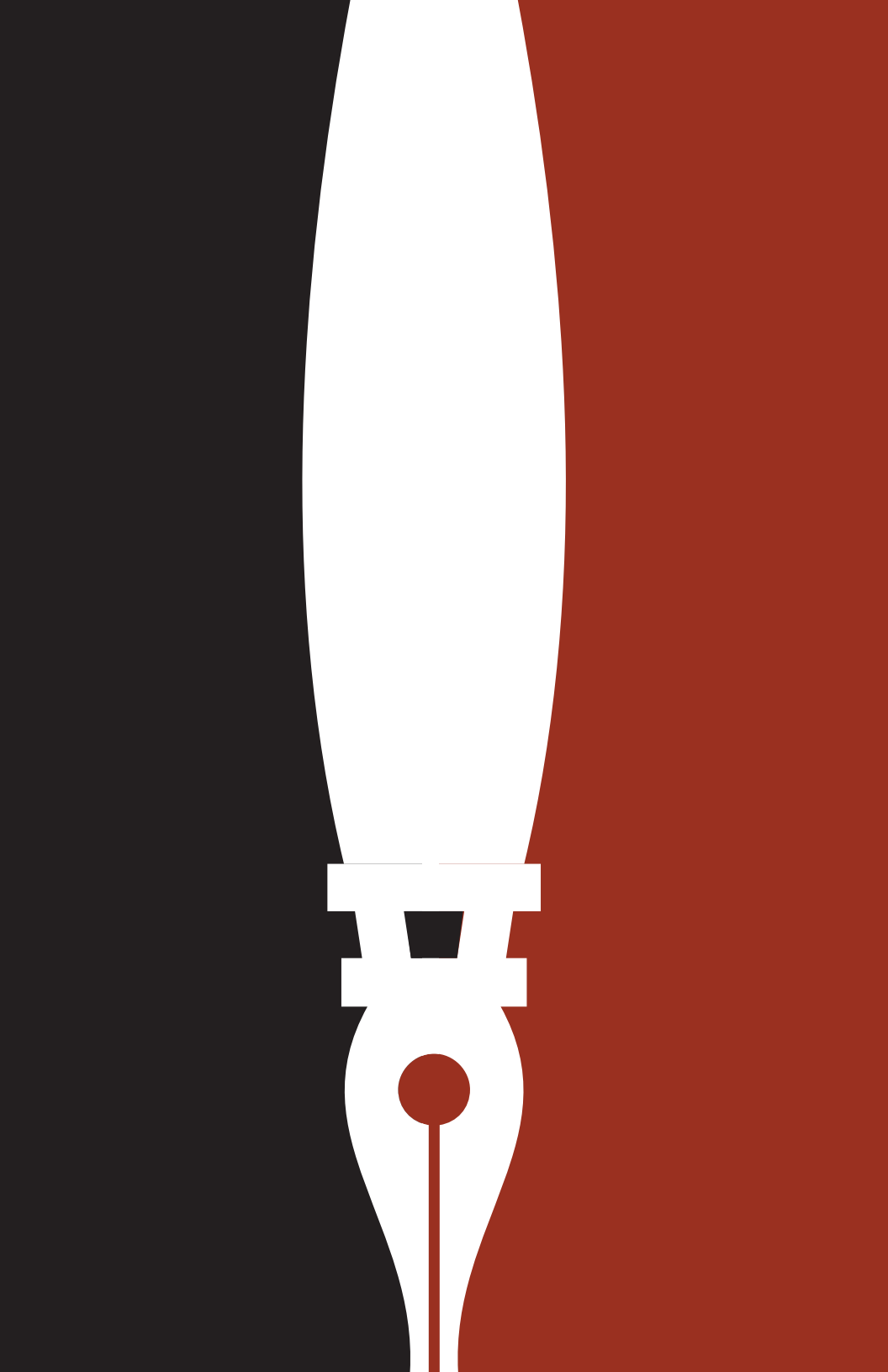

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাঙলা মূলত দুবার ভাগ হয়েছিল। প্রথমবার ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালে বাঙলা ভাগ করেছিল। কিন্তু এই ভাগকে কেন্দ্র করে প্রবল প্রতিবাদ শুরু হয়। ফলে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল করতে সরকার বাধ্য হয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হতে লাগল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে। এর ভয়াবহতা দিনে দিনে বেড়েই চলছিল। ফলে ১৯৪৭ সালে বাংলা আবার ভাগ হলো। অদ্ভুত ঘটনাটি হলো পূর্বের মতো এবার কোনো প্রতিবাদ নেই, আন্দোলন নেই। একটা মৌন সম্মতি লক্ষ করা গেল। শুধু একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। যার মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করা।

কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এবং পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যু ঘটবে বলে যে সুদূরপ্রসারী আশা করা হয়েছিল, তা অচিরেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ নতুনভাবে পুনরায় রক্তে প্রবেশ করতে থাকে।

আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতির মূলমন্ত্র হলো অসাম্প্রদায়িকতা। নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা আমাদের মাটিকে, মানুষকে এবং মানবতাকে রক্তাক্ত করেছি বার বার। যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান তৈরি করা হয়েছিল তা কখনোই বাস্তব রূপ পায়নি। বরং সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র পেয়েছিলাম।

অবশেষে ১৯৭১-এ অজস্র প্রাণের বিনিময়ে আমরা অর্জন করলাম একটি নতুন দেশ—বাংলাদেশ। কিন্তু অতি কষ্টের সাথে বলতে হয় সাম্প্রদায়িকতার কালো হাত আজও জড়িয়ে আছে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলে। লাল সবুজের মানচিত্রে সিগারেটের ধোঁয়ার মতো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প উড়ে বেড়ায়।

বাঙালির জীবনে এই সম্প্রদায়গত ভিন্নতার বিভাজনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বেদনাবহ ও সুদূরপ্রসারী। এই বিভাজনের পরিণাম ছিল খুবই দুঃখজনক। ঘর আছে, উঠোন আছে, খোলা আকাশ আছে, নদী আছে, মাঠ আছে। তবু ছিন্নমূল হয়ে, উদ্বাস্তু হয়ে পথে পথে হেঁটে বেড়ানোর যন্ত্রণা আজন্ম বয়ে বেড়াতে হয়েছে এই সব মানুষকে।

সাহিত্য তো এই সব বিচিত্র ও স্তরবহুল অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ। বিশেষত ছোটগল্প সর্বদাই লালন করে, ধারণ করে সমকালের পাওয়া না-পাওয়ার স্বপ্ন, সংকট, সংকল্প, সংঘাত ও সংগ্রাম। দুই বাংলার ছোটগল্পে এই সব ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জীবন-কাহিনি বারবার সমকালের ঘূর্ণায়মান গোল দর্পণে বিম্বিত হয়েছে।

পশ্চিম-ভারত ও উর্দু লেখকবৃন্দ দাঙ্গার পটভূমিতে বহু কালজয়ী গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের সাহিত্যের রচনায়ও দেশভাগ, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের লেখকদের উপস্থিতি খুবই কম। যদিও তাদের একটা বড় অংশ দেশভাগের শিকার। তবে ১৯৬৪-এর দাঙ্গার পটভূমিতে পূর্ববাংলার সংবাদপত্রসমূহে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। ১৯৫০ সালে চট্টগ্রাম থেকে 'সীমান্ত' পত্রিকা প্রকাশ করে বিশেষ 'দাঙ্গা-বিরোধী' সংখ্যা। এছাড়া ১৯৬০-এর দশকে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দাঙ্গার পাঁচটি গল্প'।

দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগ নিয়ে দুই বাংলায় বহু কালজয়ী গল্প রচনা হয়েছে। এগুলো একদিকে যেমন তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস তুলে ধরে অপরদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবিরোধী একটা মৌন আন্দোলনের জন্ম দেয়।

সংকলনের গল্পগুলো দেশভাগ, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পটভূমির। অধিকাংশ গল্পই সংশ্লিষ্ট লেখকদের গল্পগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। বাকিগল্পগুলো বিভিন্ন পত্রিকা ও সংকলন থেকে নিয়েছি। এগুলো হলো :

১. আতোয়ার রহমান : 'বুদ্বুদ', *দিলরুবা*, ৩য় বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৮।
২. মিন্নাত আলী : 'সবার উপরে মানুষ সত্য', *মাহে-নও*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা বৈশাখ ১৩৫৮, এপ্রিল ১৯৫১।
৩. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : 'মোহাজের', *মাহে-নও*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, করাচি, জুলাই ১৯৫০।
৪. সিকান্দার আবু জাফর : 'ঘর', *সওগাত*, ৩৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৫৬।
৫. হায়াৎ মামুদ : 'অবিনাশের মৃত্যু', *পূর্ববাংলার গল্পসংগ্রহ*, মিহির আচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, শুকসারী প্রকাশনা, ১৯৬৯।

কোনো সংকলনই যে শেষ পর্যন্ত সব পাঠক বা সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, সে কথা না বললেও চলে। মনের ভিতর একটা খুঁত-খুঁত ভাব আমারও ছিল। এত ভালো ভালো গল্প, কোনটা রাখব, কোনটা ফেলে

দেব। তারপরও নিজের ব্যর্থতা মেনে নিয়ে এই সংকলনটি করা হলো। পাঠকদের ভালো লাগলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হবে।

সংকলনটি প্রকাশের জন্য আমি নানা মানুষের অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রদ্ধেয় হাসান আজিজুল হক, হায়াৎ মামুদ, আবদুশ শাকুর, মিহির সেনগুপ্ত, সানজিদা আখতার, তপন বাগচী, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, এন জুলফিকার।

বিনীত সম্পাদক

*কবি প্রকাশনী*র সংস্করণের ভূমিকা

দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ সংকলনটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল *মধ্যমা প্রকাশনী* হতে ২০১২ ও ২০১৫ সালে। সমস্ত কপি অনেকদিন ধরেই নিঃশেষিত হয়েছে। নতুন সংস্করণের তাড়াও ছিল পাঠকের। তারপরও তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হতে কিছুটা বিলম্বিত হলো। কিন্তু সংস্করণটি আরও পরিমার্জিত ও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। পূর্বের প্রচ্ছদটিও পরিবর্তন হয়েছে এবং এই সংস্করণে তেরোটি নতুন গল্প যুক্ত করা হলো।

এই বৃহৎ সংকলনটির নতুন সংস্করণ প্রকাশের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে *কবি প্রকাশনী*। *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ* সংকলনটি এবারও সকলের কাছে পূর্বের মতো আদৃত হবে এ প্রত্যাশা রইল।

বিনীত সম্পাদক
জুন ২০২২, ঢাকা।

সূচিপত্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	স্বাক্ষর ১৩
অন্নদাশঙ্কর রায়	সবার উপর মানুষ সত্য ১৭
অভিজিৎ সেন	কাক ২৪
অমলেন্দু চক্রবর্তী	ভিটেমাটি রূপকথা ৩৫
অসীম সাহা	টান ৬২
আতোয়ার রহমান	বুদ্বুদ ৭০
আবদুল মান্নান সৈয়দ	গল্প ১৯৬৪ ৮২
আবু ইসহাক	বনমানুষ ৮৮
আবু রুশ্‌দ	হাড় ৯৬
আলাউদ্দিন আল আজাদ	ছুরি ১০২
ইমদাদুল হক মিলন	দেশভাগের পর ১১৮
ইসহাক চাখারী	রায়ট ১৩৩
ঋত্বিক ঘটক	স্ফটিকপাত্র ১৪১
ওয়াসি আহমেদ	মধ্যদিনের গান ১৪৮
কায়েস আহমেদ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালপদিয়ার রমণী মুখুজ্জে ১৫৭
কৃষণ চন্দর অনুবাদ : জাফর আলম	পেশোয়ার এক্সপ্রেস ১৭৩
জাকির তালুকদার	স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ ১৮২
জাফর তালুকদার	পিতৃভূমি ১৮৯
জীবন সরকার	কোষা ২০১
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত	যে তোমায় ছাড়ে ২১২
জ্যোর্তিময়ী দেবী	এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ২২১
তানভীর মোকাম্মেল	শেষ ট্রেন ২২৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি ২৩২
দেবেশ রায়	উদ্বাস্তু ২৫০
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	পালঙ্ক ২৬৪
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	দোসর ২৮৮
পূরবী বসু	স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ ৩০১
প্রতিভা বসু	দুকূলহারা ৩০৮
প্রফুল্ল রায়	রাজা যায় রাজা আসে ৩১৯
প্রশান্ত মৃধা	সোনার গোপাল ৩৩৫
বনফুল	দাঙ্গার সময় ৩৪৫

বিমল কর অন্তরে ৩৫৪
বুলবন ওসমান স্যামরক্স ও সহোদরা ৩৬১
মনোজ বসু দিল্লি অনেক দূর ৩৭০
মশিউল আলম বাংলা দেশ ৩৮২
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানে ও স্থানে ৩৯৬
মাহমুদুল হক মুহূর্ত নায়িকা ৪০৪
মিন্নাত আলী সবার উপরে মানুষ সত্য ৪৩১
মিহির মুখোপাধ্যায় বাঙলা দেশ ৪৪০
মিহির সেনগুপ্ত পিতামহীর স্বদেশযাত্রা ৪৫৬
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী মোহাজের ৪৭১
রমেশচন্দ্র সেন পথের কাঁটা ৪৮৪
রাহাত খান আমাদের বিষবৃক্ষ ৪৯৮
শওকত আলী রক্তে ও শিশিরে ৫১৫
শওকত ওসমান আলিম মুয়াজ্জিন ৫২৪
শরীফ আতিক-উজ-জামান ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ৫৩৯
শহীদুল জহির কাঁটা ৫৪৯
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তোমার উদ্দেশ্যে ৫৬৭
সতীনাথ ভাদুড়ী গণনায়ক ৫৮০
সমরেশ বসু আদাব ৫৯৮
সরদার জয়েনউদ্‌দীন ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা ৬০৫
সলিল চৌধুরী ড্রেসিং টেবিল ৬১০
সাদত হাসান মান্টো শরিফান ৬২০
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সাদ কামালী দেহত্যাগের পর যে দিন বগুড়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ ৬২৪
সালাম আজাদ সীমান্ত ৬৩২
সিকান্‌দার আবু জাফর ঘর ৬৩৭
সেলিনা হোসেন শেষ ভিটার আঁচড় ৬৪৩
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একটি তুলসীগাছের কাহিনী ৬৫৩
সৈয়দ মুজতবা আলী নেড়ে ৬৬১
সোমেন চন্দ দাঙ্গা ৬৬৬
হরিপদ দত্ত নরকযাত্রা ৬৭৩
হায়াৎ মামুদ অবিনাশের মৃত্যু ৬৮২
হাসান আজিজুল হক আত্মজা ও একটি করবী গাছ ৬৯১
হাসান হাফিজুর রহমান আরো দু'টি মৃত্যু ৬৯৯
হুমায়ূন আহমেদ জুয়া ৭০৮

লেখক পরিচিতি ৭১৫

স্বাক্ষর

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হাঁড়িতে ক'রে মালাই-বরফ বেচে দীননাথ। বাড়ি যশোর।

—'আজকে দুটো ফিরেছে। ভালো জিনিস, রাবড়ি। নে, খা একটা।' দু-হাতের চেটোতে ক'রে টিনের খোলটা জোরে-জোরে ঘোরাতে লাগল দীননাথ।

—'আর একটা ?'

—'ওটা আমি খাব।'

গ্রীষ্মের রাতে কাঁচা-বস্তির বাঁধানো দাওয়ার উপর ব'সে দুইজনে বরফ খায়। শালপাতার উপর রেখে। চেটে-চেটে, রসিয়ে-রসিয়ে। দেশগাঁয়ের গল্প করে।

ধামায় করে ডিম বেচে জহুরালি। বাড়ি বরিশাল।

—'মাছ পেয়েছিস আজ?'

—'চিংড়িমাছের এইটুকু ভাগা চার আনা করে। জন্মের মতো ফুরিয়ে গেছে মাছ খাওয়া।'

—'নে, এই দুটো ডিম নে'। দুটো হাঁসের ডিম বাড়িয়ে ধরল জহুরালি। 'নে, ভেঙে ফ্যাল।'

—'দাম নিবে কত ?' দীননাথ বললে সংকুচিতের মতো।

—'নে, বকবক করিসনে। সেদিন রাবড়ি-বরফ খাইয়ে দাম নিয়েছিলি?' দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

সে-হাসি সারল্যের বাজারে বিনি-পয়সার সওদাগিরি।

পাশাপাশি বস্তিতে তারা থাকে। শুধু তারা নয়, আরও অনেকে। সমাজের যত তলানি! যত নাজেহাল ও নাস্তানাবুদের দল। গরিব আর ছোটলোক।

ছোটলোক। ছোট-ছোট কাজ করে। ছোট করে রাখে জীবনের বৃত্ত। যাতে বড়লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে লভ্য কুড়োতে পারে ভারী-হাতে। যাতে তাদেরকে ঘোরাতে পারে নিজেদের স্বার্থের চক্রবৃদ্ধিতে।

বড়লোক। কথা বলে বড়-বড়। উচ্চ মঞ্চে বসে উচ্চ শব্দে যারা বক্তৃতা দেয়। পুচ্ছেয় ভারে নিজেদেরকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে। ধুলো-কাদা বা ইট-পাটকেল লাগতে দেয় না।

পাশাপাশি থাকে জহুরালি আর দীননাথ। জীবনের কী মানে বা মূল্য কে জানে, তারা আছে নিজেদের ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের উপায়-ফিকিরে। কী ক'রে দু-

মুঠো খাবে, কী করে গা ঢাকবে আস্ত কাপড়ে, কী করে শিয়রে বালিশ নিয়ে ঘুমোবে অঘোর হয়ে। এর বাইরে আর তাদের উত্তাপ নেই, উত্তেজনা নেই, দুটো পয়সা জমাবার ধান্দা দ্যাখে, যাতে একথোকে পাঠাতে পারে কিছু বাড়ি-ঘরে, যাতে-বা একসময় নিজেই তারা বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারে এক ফাঁকে। ততদিন ভিড়ে-ফাঁকায় তারা তাদের গাঁয়ের ছবিটির কথা মনে করে, লক্ষ্মীর মতো পরিপাটি ধানখেত, গোপালের মতো ঠাণ্ডা নদী আর প্রথম জোয়ারের কুলকুলের মতো তাদের শিশুদের কলস্বর। কে জানে কবে ডাক আসে।

পাশাপাশি হাঁটে। জহুরালি সকালে, বিকেলে দীননাথ। কখনো-বা এক-সঙ্গেই দুপুরবেলা, জহুরালির কাঁধে তরকারির ঝাঁকা, দীননাথের কাঁধে ফিতে-কাঁটা তরল-আলতার চুপড়ি। শহরের এক রাস্তায় না-হাঁটুক, জীবনের এক রাস্তায় হাঁটে, আস্তে-আস্তে এগোয়।

—'পানি-গামছা যখন একখানা কিনতেই হবে তখন তোর কাছ থেকেই কিনি। আছে তো তোর কাছে?' বললে জহুরালি।

—'নে, খুব ঘন বুনোট। লাভ নেব না একপয়সা তোর ঠেঙে। ঠিক কেনা-দরে বেচছি।' বললে দীননাথ।

—'বা, লাভ নিবিনে কেন?'

—'দামের বদলে তোর থেকে যে ডিম-তরকারি নেব। তোর ডিম-তরকারির জন্যে মুনাফা মারবি নাকি আমার ঠেঙে?'

দুই বন্ধু একসঙ্গে হেসে উঠল।

সেই হাসির উপর হঠাৎ একদিন দিক-বিদিক হতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্তনাদের ছুরি। ছিটকিয়ে পড়ল রক্তের পিচকিরি। নিরীহ পথচারীর রক্ত। নিরাপরাধের অন্তিম আর্তনাদ।

মুহূর্তে যে কী হয়ে গেল দীননাথ আর জহুরালি কিছু কিনারা করতে পারল না। চোখের সামনে দোকান-দানি পুড়তে লাগল, লুঠ হ'তে লাগল। গলিঘুঁজির মোড়ে নিরুদ্দেশ পথিকের বুকে-পিঠে ছুরি বসতে লাগল। শান্তিপ্রিয় নিশ্চেষ্ট গৃহস্থের আঙিনা পিছল হ'য়ে উঠল শিশু-শাবকের রক্তে। কলকাতার রাস্তায় শকুনের পাখসাট।

এ তাকায় ওর মুখের দিকে, ও তাকায় এর। জহুরালি আর দীননাথ। দুজনের মুখে আর স্নেহ নেই, কোমল নিশ্চিন্ততা নেই। অবিশ্বাসের ছায়া পড়েছে, ফুটে উঠেছে সন্দেহের কুটিলতা। কথার বদলে স্তব্ধতা, হাসির বদলে বিরক্তি।

কী করে যে দুটো মুখের চেহারা বদলে যায় আস্তে-আস্তে তারা নিজেরাও যেন বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে, যখন বিকেলের দিকে তাদের বস্তিতে আগুন ধরে।

বস্তির লোক দু-দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে আসে হন্যে হয়ে। দীননাথ দাঁড়ায় রাস্তার এ-মোড়ে, জহুরালিরা রাস্তার ও-মাথায়। দীননাথের হাতে একখানা ইট, জহুরালির হাতে সোডার বোতল।

রশি ফেলে কে মাপবে কতখানি ব্যবধান আজ তাদের মধ্যে?

কী করে যে সম্ভব হচ্ছে কে জানে, দীননাথ ইটের পর ইট ছুড়ছে, জহুরালি বোতলের পর বোতল। একে অন্যকে জখম করার জন্যে যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। এ-দলের একটি লোক ঘায়েল হয়, ও-দল হাঁকার দেয়; ও-দলের কেউ চোট খায়, এ-দল হুমকে ওঠে। যদি জহুরালি মরে তবে বোধহয় দীননাথ লাফায় আর দীননাথ মরলে জহুরালি নাচে।

বন্যার তোড়ে খড়কুটোর মতো ভাসছে তারা। হননের বন্যা।

দু-দল আরও ভারী হয়ে উঠল। যোগ দিল আরো নতুন সৈন্যসামন্ত। দেখা দিল আরও অস্ত্রশস্ত্র। কত পড়ল, কত মরল, কত পালাল কে তার হিসেব রাখে।

সন্ধে গড়িয়ে গেছে, যুদ্ধ তবু থামে না। কখনো, এ-দল এগোয়, কখনো ও-দল হঠে। মৃতের স্তূপে হোঁচট খেতে হচ্ছে, পা হড়কে যাচ্ছে রক্তের কর্দমে।

এমন সময় সাঁজোয়া গাড়ি এলো একখানা। ফাঁকা গুলি ছুড়ল শূন্যে। নিমেষে জনতা ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেল, অতলে-বিতলে পালাতে লাগল প্রাণপণে। আমাদের দীননাথ জহুরালি কোন দিকে ভেসে গেল কেউ জানতে পারল না।

কে কার খোঁজ করে!

মিলিটারি টহল দিচ্ছে ভারী-পায়ে। গুণ্ডা দেখতে পাচ্ছে তো গুলি ছুড়ছে। গ্রেপ্তার করছে। খানিক আগে যেখানে ছিল সাহসের হুংকার, সেখানে এখন আতঙ্কের স্তব্ধতা।

ফাঁক বুঝে একটা অগ্নিদগ্ধ পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে দুটো লোক ঢুকে পড়ল চুপি-চুপি। এমনি অনেকে লুকোচ্ছে; তাদের মধ্যে এরাও দুজন। একদলের লোক। দোতলার সিঁড়ির নিচে বসেছে ঘন হ'য়ে। সদর দরজাটা খোলা, কিন্তু যেখানে তারা লুকিয়েছে সেখানটা অন্ধকার। বুঝতে পারবে না তাদেরকে। সদর দরজা দিয়ে গুলি ছুড়লেও লাগবে না তাদের গায়।

সামনে দিয়ে ভারী-পায়ের বুটের শব্দ হচ্ছে। বুটের নিচেকার লোহার শব্দ। টহলদারি করছে সৈন্যরা।

ভয়ে কুঁকড়ে আর ঘন হ'য়ে বসল দুজনে।

—'গেছে?'

রুদ্ধ নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে আরেকজন বলল, 'গেছে।'

দুজনেরই বড় অস্ফুট শব্দ। ক্ষণিক নিশ্চিন্ততা এলেও নেশার ঝোঁকে জিগগেস করল একজন।

—'এগুচ্ছি বৈকি।' যুদ্ধের খতেন করছে এমনিভাবে বললে আরেকজন। শুধু মুখ দেখেই চেনা যায় না, অন্ধকারে কণ্ঠস্বর শুনেও চেনা যায়।

জহুরালি দীননাথকে আর দীননাথ জহুরালিকে চিনতে পারল।

একি, তারা এক দলের লোক নয়!

দীননাথ বললে, তোর চোট লেগেছে কোথায়?'